স্বনির্বাচিত কবিতা
শৌভিক দে সরকার

দেশ

মেঘ ও অন্তরায় হয়ে ওঠা ফসলের বীজগুলো পুঁতে দিচ্ছি গোপনে। মশারির নাইলনে ঘষে দিচ্ছি ব্যক্তিসর্বস্ব আঠা। আজ খুব ঘুম লেগে থাকবে চোখের আলস্য জুড়ে, আজ মাইল মাইল হাওয়ার ভেতর উড়ে বেড়াবে আমাদের হাড়গোড়। অন্ধ হয়ে ওঠার অজুহাতে পা লিখব হাতের তালুর ওপর! দ্বেষ, বৈরী বাতাস নিয়ে লিখব পাখির উঁচু হয়ে থাকা পা!

খুব সহজ সরল একটা মৃত্যু! পায়ের সার্বভৌমত্ব!

আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া শুকনো ক্ষয়ে যাওয়া পা!

ত্রস্তের শেকড়বাকড়

মেঘ, মেঘের নিচে আঠা হয়ে বসে থাকে ঘুচপেটিয়া

খণ্ডপীঠ, জরিমানা, খসড়া তালিকার লেজ

এইসব বহন করে ঘুচপেটিয়ার বাজার লেখার খাতা

আসন্ন বৃষ্টির কথা ভেবে কিছু একটা সাজে ঘুচপেটিয়া

খাতার অন্যপ্রান্তে জড়ো করে বাসের অচল টিকিট

অবশ্যম্ভাবী শাদা আর কালো মাড়িয়ে বাস আসবে

বাসের কাটা জানালা দিয়ে হাত বাড়াবে কেউ!

বমির দাগ, থুতুর বুদবুদ টিপে টিপে বাসে উঠবে ঘুচপেটিয়া

গিলে ফেলবে শেকড়বাকড়, ত্রস্ত হয়ে থাকার একশ বছরের অজুহাত

বাংলা সাহিব

মুঠো খুলতেই কারও দাঁত

দাঁতের সামান্য ওপরে লেগে থাকা মাংসের জড়তা

অনেক বছর ধরে মাংস জমাচ্ছিল কেউ

দরজা জানালা বন্ধ করে ঘাড়ের নিচু মাংস

পলক খুলতেই কামড় ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেল

কর্পূরের জিভ, বাড়ি বাড়ি ধোঁয়া!

মাংসখেলাপী, সময় তোমারও আসবে

দাঁত কামড়ে পড়ে থাকা মাটিতে ফুটবে জলবাতাস

লাফিয়ে নামবে কেউ, উৎখাত, জবরদখলের হরফ

হাওয়াই বিবৃতি আর কাগজের বাঘের ওপর

অতর্কিত পাখি

প্রান্তপাখির লেজটিও এসে পড়ে তোমার জামার ওপর! শব্দের নিমিত্ত হয়ে আধখোলা একটি জানালা তোমার ওপর এঁটে বসে। গলার সামান্য ফাঁস যেরকম হয়, দিক ও নির্মিতির ভুল হয়ে যাওয়া হিসেব। জানালার ওপর বসে থাকে লেজকাটা পাখি। শিস দেয়, নড়ে চড়ে। দেশত্যাগী কবন্ধরাও এভাবেই নড়ে, এই এক ভঙ্গিমাতেই নকল করে রাখে ন্যুজ বিশ্বাসের আড়াল! পাখি শিস দেয়, মারী ফুরিয়ে যাওয়ার পর কীভাবে রাস্তায় হাঁটবে মানুষ, সেসব নকল করে বারবার।

এপ্রিল খামার

স্বীকৃতি ছুঁয়ে দিচ্ছে দড়ির দাগ, চুন আর দেওয়াল থেকে খসে পড়া পাথর। একটা অর্ধেক বছর যেভাবে গিলে ফেলে মানুষ, রোদের উপকরণগুলি লেখার আগে জড়ো করে সাক্ষ্যপ্রমাণ! টবের শহরে পুঁতে রাখে অন্য কারও ভবিষ্যৎ! হাত- পা, কোমরের মাস, পাকস্থলী পুঁতে দেয় টবের মাটিতে, রোদজলবৃষ্টির জন্য জড়ো করে রাখে শস্তা প্লাস্টিকের টব। তর্কাতীত একটি মেঘ নেমে আসবে একদিন। সংক্রমণের চিহ্ন ডিঙিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর বাড়ির ওপর নেমে আসবে লোকশ্রুতির হাড়গোড়।

মুণ্ডু

রোদের অন্য পর্বটাই আসলে কালো বেড়াল!

আমি নুয়ে পড়া শাশ্বত দেখি। মাংস সংলগ্ন দুপুরবেলার যৌথ ক্ষেতখামার, রোদ কাটছে কু-বাতাস। রোদের জরদ কেটে প্রতিভার কারুকাজ লিখছে লঙ্কার ক্ষেত! পৃষ্ঠা বাঁক নিচ্ছে, অক্ষর, দাগ, ভুল কালির ক্রমগুলো ডিঙ্গিয়ে পা ফেলছে রোঁয়া ওঠা বেড়াল

সমষ্টিরহিত একজন কাকতাড়ুয়া লক্ষ্য করছে এইসব!

===

শৌভিক দে সরকার ১৯৯০এর কবি ও অনুবাদক। জন্ম ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে। ‘একটি মৃদু লাল রেখা’, ‘যাত্রাবাড়ি’, ‘দখলসূত্র’, ‘অনুগত বাফার’ উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। অনুবাদ করেছেন রোবের্তো বোলানিওর কবিতা, খুলিও কোর্তাসারের কবিতা, রুদ্রমূর্তি চেরানের কবিতা, মার্টিন এস্পাদার কবিতা, নামদেও ধাসালের কবিতা, সদত হসন মণ্টোর ‘স্যাম চাচাকে লেখা চিঠি’, ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকার নাটক ‘বেরনার্দা আলবার বাড়ি’ ইত্যাদি।